হাযরাত শাহ নাকশবান্দ

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

রাহমাত নেমে আসে যখন আল্লাহ্‌র সালিহ (পূণ্যবান) বান্দাদের নাম উল্লেখ করা হয়। আজকে হাযরাত শাহ বাহাউদ্দীন নাকশবান্দ (কাঃসিঃ) এর জন্মবার্ষিকী। উনার আশীর্বাদ যেন আমাদের উপর থাকে ইনশা আল্লাহ্। পৃথিবীর উপর বারাকাত নেমে আসে যখন উনারা জন্ম নেন। উনাদের জন্মের আগেই বৃহৎ আউলিয়াগণ উনাদের আগমণের সংবাদ দিয়ে যান। হাযরাত সাইয়িদ আমির কুলাল (কাঃসিঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন হাযরাত শাহ নাকশবান্দের জন্মের আগে এই বলে, "আমি এখানে একটি অতি সুন্দর আলো দেখতে পাচ্ছি এবং অতি সুন্দর ঘ্রাণ পাচ্ছি।" পরে তিনি উনার জন্মের দিন উনাকে অভিনন্দন জানান। নাকশবান্দী তারিকাহ উনার নামে নামকরণ করা হয়েছে।

উনার নাম ছিল মুহাম্মাদ উয়াইসিল বুখারী। এর কারণ উনাকে প্রথম শিক্ষাদান করেছেন উনার শেইখ এবং পরে হাযরাত উয়াইস আল-কারানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। এই পবিত্র ব্যক্তিগণ মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র নিয়ামাত। উনার মাধ্যমে এক ভিন্ন তাজাল্লীর আবির্ভাব হয়েছে। সুন্দরভাবে এই তারিকাহ ব্যখ্যা করার কারণে বহু মিলিয়ন মানুষ উনার দেখানো এই সুন্দর পথে চলেছে, নাকশবান্দী তারিকার পথে, সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত।

নাকশবান্দী তারিকাহ ইসলামের নির্যাস। এটিই সেই তারিকাহ যা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ)এর সব সুন্নাহ, উনার সব কর্মকান্ড পালন করে। ৪১ টি তারিকাহ আছে। ৪০ টি তারিকাহ আসে হাযরাত আলী (রাঃ) হতে এবং এই তারিকাহ আসে হাযরাত আবু বাকর সিদ্দিক (রাঃ) হতে।

অবশ্যই কিছু স্থানে সিলসিলা হাযরাত আলী (রাঃ) এর সাথে মিলিত হয় কিন্তু অন্য তারিকাহগুলো ইসলামের বাহ্যিক দিককে আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখে না বলে তারা সমালোচনার মুখোমুখি হয়। কিন্তু নাকশবান্দী তারিকাকে নিয়ে এ ব্যাপারে সমালোচনা করার কোন অবকাশ নেই এবং কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে এটি শারিয়াত বিরোধী। বরঞ্চ, এই তারিকাহ হচ্ছে শারিয়াতের খাঁটি নির্যাস। কেউ আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর শারিয়াতকে আর অন্য কোনভাবে দেখতে পারবে না।

অতএব, আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া যে আমরা হাযরাত নাকশবান্দীর পথে হাঁটছি। উনার বারাকাহ যেন আমাদের উপর সর্বদা থাকে। আজকেও একটি পবিত্র দিন। হিজরী সাল অনুসারে মুহাররাম মাসের ১৪

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

তারিখ হচ্ছে হাযরাত শাহ নাকশবান্দের জন্মবার্ষিকী। আল্লাহ্ এই দিনকে বারাকাতময় করুন এবং এই দিনের বারাকাত আমাদের সবার উপরে আসুক ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১৫ অক্টোবার ২০১৬/১৪ মুহাররাম ১৪৩৮
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।